সমকাল

তারিখ 21 JAN 2016
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

# প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগে জট খুলেছে

■ সাব্বির নেওয়াজ

অবশেষে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের জট খুলেছে। আদালতে মামলা থাকার কারণে ২০০৯ সাল থেকে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ ও পদোন্নতি বন্ধ রয়েছে। মামলা নিষ্পত্তির পর গত মঙ্গলবার সরকার প্রধান শিক্ষক পদে নতুন নিয়োগের অনুমোদন দিয়েছে। সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) মাধ্যমে শূন্য পদে প্রায় পাঁচ হাজার প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। এ জন্য খুব দ্রুত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব হুমায়ুন খালিদ সমকালকে বলেন, সহকারী শিক্ষকদের মধ্য থেকে পদোন্নতি দিয়ে ৬৫ শতাংশ এবং নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে বাকি ৩৫ শতাংশ পদে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে।

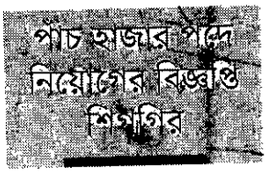


মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, দেশে ৬৩ হাজার ৪১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রায় ১৬ হাজার বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদ খালি আছে। এর মধ্যে নতুন করে সাড়ে চার হাজার প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দিতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। প্রধান শিক্ষক পদে সরাসরি নিয়োগযোগ্য চার হাজার ৫১২টি শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে সরকারি কর্মকমিশনে প্রস্তাব পাঠানোর বিষয় প্রক্রিয়াধীন বলে জানা গেছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় বিদ্যালয়গুলোতে কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটছে। কোনো কোনো বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের পদও শূন্য। সহকারী শিক্ষকরা প্রধান শিক্ষকের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করায় স্থবির হয়ে পড়ছে শিক্ষা কার্যক্রম। এ প্রেক্ষাপটে নিয়োগ দিতে উদ্যোগ নিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর নন-ক্যাডার পদে নতুন করে ৩৫ শতাংশ প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেবে পিএসসি।

দ্রুত নিয়োগ দিতে প্রধান শিক্ষকের পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষমতা চেয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গত মার্চ থেকে চিঠি চালাচালি করছিল। তবে তাতে সফলতা আসেনি। এখন সিদ্ধান্ত হয়েছে পিএসসির মাধ্যমেই নিয়োগ দেওয়ার।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ২০ হাজারেরও বেশি সহকারী শিক্ষক বর্তমানে পদোন্নতির যোগ্য। বাকি ৬৫ শতাংশ প্রধান শিক্ষক সহকারী শিক্ষকের মধ্য থেকে পদোন্নতি দিয়ে করা হবে।

রাজধানীর ৩৪১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রধান শিক্ষক নেই ৯৩টিতে। দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর প্রায় ২৭ ভাগ বিদ্যালয় এখন প্রধান শিক্ষকবিহীন। সংশ্লিষ্টরা ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৫

## প্রাথমিকে প্রধান

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

এ অবস্থাকে 'ভয়াবহ' বলে বিবেচনা করছেন। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী সমকালকে বলেন, শিক্ষার মান নিয়ে অনেক কথা বলা হয়। অথচ সরকারি বিদ্যালয়গুলো কীভাবে চলছে, তা কখনও তলিয়ে দেখা হয় না। এ অবস্থা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অশনিসংকেত। তিনি বলেন, প্রধান শিক্ষক না থাকলে বিদ্যালয়গুলোতে কোনো প্রশাসনিক প্রধান থাকেন না। শিক্ষকরা ইচ্ছা ও মর্জি মাফিক আসেন ও যান। সার্বিকভাবে বিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, টানা সাত বছর ধরে নিয়োগ ও পদোন্নতি বন্ধ থাকায় অবসর ও মৃত্যুজনিত কারণে সাড়ে ১৬ হাজার প্রধান শিক্ষক পদ শূন্য হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্র জানায়, পদোন্নতি নিয়ে আদালতে শিক্ষকরা মামলা করায় এতদিন পদোন্নতি দেওয়া যায়নি। জানা যায়, ২০০৯ সালে কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার বাসিন্দা আবদুল হক প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি নিয়ে আদালতে মামলা করেন। তিনি প্রকল্প থেকে রাজস্ব খাতে আত্তীকৃত হন। প্রকল্প খাতের পুরো মেয়াদকালকে চাকরিকাল হিসেবে গণনার দাবি তুলে তিনি হাইকোর্টে রিট করেছিলেন। এ মামলার কারণে তখন থেকে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি বন্ধ।